রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১০, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.২৭৪—গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদের নির্বাচনে বাংলাদেশ ১৮৯ ভোটের মধ্যে ১৬০ ভোট পেয়ে জয় লাভ করে। এই কাউন্সিল জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্বে মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে থাকে। ২০০৬ সালে এ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ পঞ্চম বারের মতো সদস্য নির্বাচিত হলো।

০২। এই বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২৩-২০২৫ মেয়াদে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক প্ল্যাটফর্মে এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করেছে; যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে।

০৩। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৫ কার্তিক ১৪২৯/৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ১৫ কার্তিক ১৪২৯ / ৩১ অক্টোবর ২০২২

গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদের নির্বাচনে বাংলাদেশ ১৮৯ ভোটের মধ্যে ১৬০ ভোট পেয়ে জয় লাভ করে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল ৪৭টি সদস্য-রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত। এই কাউন্সিল জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্বে মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে থাকে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল হতে ০৪টি শূন্য আসনের বিপরীতে ০৭টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যা স্মরণকালের মধ্যে মানবাধিকার কাউন্সিলের সর্বোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। বাংলাদেশ ব্যতীত বাহরাইন, মালদ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া, কিরঘিজিস্তান, আফগানিস্তান ও ভিয়েতনাম এই কাউন্সিলের সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও প্রচারণার ফলে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল হতে সর্বোচ্চ ভোটে জয়ী হয় বাংলাদেশ। এ কাউন্সিল ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ পঞ্চম বারের মতো সদস্য নির্বাচিত হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকে দেশে এবং বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রণীত পররাষ্ট্রনীতি 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়'-এর ভিত্তিতে বিশ্বের সকল মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে। মানুষের অধিকার জন্মগত এবং বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকে সেই অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবদানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর আস্থার সুস্পষ্ট প্রতিফলন এ নির্বাচনে জয়লাভ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন বাংলাদেশের দক্ষতারই প্রমাণ। বহুপাক্ষিক কূটনীতির কেন্দ্রস্থল জাতিসংঘের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার নিশ্চিতের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন।

দেশের মানবাধিকার নিশ্চিতের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকর ভূমিকা, অব্যাহত সাফল্য এবং সর্বোপরি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের গভীর আস্থার ফলে মর্যাদাপূর্ণ এই নির্বাচনে বাংলাদেশ বিপুল ভোটে জয়ী হতে পেরেছে মর্মে মন্ত্রিসভা অভিমত ব্যক্ত করে।

এই বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২৩-২০২৫ মেয়াদে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক প্ল্যাটফর্মে এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করেছে; যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd